দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 14 AUG 1987
পৃষ্ঠা ৮ কলাম 3

91

শিক্ষাঙ্গন

মতলব হাই স্কুল ঐতিহ্য হারিয়েছে

চাঁদপুর জেলার মতলবে অবস্থিত মতলব হাই স্কুলটির অতীত ঐতিহ্য আজ আর নেই। অথচ ব্রিটিশ আমলে স্কুলটির প্রতিযোগিতা হতো চাঁদপুর হাসন আলী হাই স্কুল ও কুমিল্লা জেলা স্কুলের সংগে। আর পাকিস্তান আমলে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের সংগে। তখন কখনও ভাল করে টেস্ট না করে কোন ছাত্রকে সার্টিফিকেটের উপর নির্ভর করে স্কুলে ভর্তি করা হয়নি। ভর্তির টেস্টের নমুনা থেকে ছাত্র বুঝেছে তার পেছনে কত গলদ মজুদ হয়ে আছে এবং এ স্কুলে ভর্তি হলে লেখাপড়া করতে হবে এবং তদনুসারে লেখাপড়া করেছেও। এখনতো আর কোন ছাত্রকে ভর্তির ব্যাপারে বিমুখ করা হয় না, কারণ শিক্ষকরা মনে করেন, ছাত্র যত বেশী দুর্বল থাকবে তত বেশী তাদের প্রাইভেট পড়ানো জমবে।

ক্যাডেট কলেজের মতই এই স্কুলের হোস্টেলের ২৫০-৩০০ ছাত্রকে মর্নিং প্যারেড করতে হতো, আর সকালে ও রাত্রে কিউরেটাররা হোস্টেলের ছাত্রদেরকে পড়া-শুনায়ও প্রয়োজনবোধে সাহায্য করতেন। টেস্ট পরীক্ষার পর জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী দুই মাস অবসরকালী সময়ে ২-৩ দিন অন্তর প্রত্যেক বিষয়ের উপর নোট টেস্ট পরীক্ষা গ্রহণ করা হতো। আর পরীক্ষার্থীরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে চাঁদপুর কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে যেতো। সে সময়ে ছাত্ররা নকলের ধার ধরত না। তাদের নিজেদের আত্মস্থ করা উত্তর দিয়েই কুল পেত না। আর তারা অতিরিক্ত উত্তরের খাতা ইনভিজিলেটরদের কাছে চাইলে কোন কোন শিক্ষক ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে নানা কথা বলতেন। এই স্কুল প্রতি বছর প্রথম ২০তম স্থানের একটি না একটি স্থান অবশ্যই লাভ করতো।

এক সময়ে মালটিলেটারেল স্কীমের প্রত্যাশায় যখন বাইলেটারেল স্কীম প্রত্যাহার করা হয় তখন সরকারের পক্ষ থেকে চাঁদপুর মহকুমা প্রশাসককে মন্তব্য করতে বলা হলে তিনি লেখেন "এই স্কুলটি এতই জনপ্রিয় যে আমার সার্ভেতে দেখা যায়, বাংলার আঠার জেলার আগত ছাত্ররা এই স্কুলে লেখাপড়া করছে, সত্যই স্কুলটি মালটিলেটারেল স্কীমে অন্তর্ভুক্তির যোগ্য।"

কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার এই যে, আজ সেই স্কুলটির মান কোথায়? আজ গত কয়েক বছরের মধ্যে একটি ছেলেও বোর্ডে স্ট্যাণ্ড করতে পারেনি, লেখা পড়াতো চুলায়। এমনকি স্কুলের অনুকূলে দানে দেওয়া প্রায় চল্লিশ বছর দখলকৃত একোয়ার করা জায়গা-জমিগুলি নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে।

স্কুলটির অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহল তাদের প্রচেষ্টা নিয়ে এগিয়ে আসবেন এটিই আমাদের প্রত্যাশা।

—ওয়ালিউল্লাহ পাটওয়ারী